R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No:—WB/MSD—4

প্রসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

৭৮শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

এ বছর কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে

জঙ্গিপুর : এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সকল ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে প্রায় ৬০০ জন স্থানীয় কলেজে ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির আবেদন ফরম জমা দিয়েছেন বলে জানা যায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়ম মানতে হলে মাত্র ১৭৫ জনকে এই কলেজে ভর্তি করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাকী ৪২৫ জনের ভাগ্য ঝুলে থাকতে বাধ্য। অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের ফলে এখানকার ছেলেদের অন্যত্র ভর্তি করা অভিভাবকদের পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা। তাই ভর্তি সমস্যাকে কেন্দ্র করে কলেজে প্রতিনিয়ত হৈহুজ্জত চলছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কালিদাস চ্যাটার্জী এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১ আগষ্ট গভর্নিং বডির বিশেষ অধিবেশন ডাকেন। সেখানে ছাত্র প্রতি-নিধিরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন ও প্রত্যেক আবেদনকারীর স্বার্থ রক্ষার দাবী জানান। এই পরিস্থিতিতে গভর্নিং বডির সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য মর্নিং সেকসন চালু করে সমস্যা সমাধানের পথ বাতলান। কলেজের অধ্যাপকরাও এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়ে মর্নিং সেকসনের মঞ্জুরী আনাতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। গত ৩০ আগষ্ট বহরমপুর এ বি পি টি এ হলে সিনেট নির্বাচনের ব্যাপারে যে সভা হয় সেখানেও ছাত্রদের ভর্তির সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। কলকাতা থেকে কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অনিল ভট্টাচার্য্য এবং সিনেট সদস্য শ্যামাপদ পাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গিপুর কলেজের পক্ষ থেকেও দু'জন প্রতিনিধি ঐ সভায় যোগ দেন। তাঁরা জঙ্গিপুর কলেজে মর্নিং সেকসন চালু করার ব্যাপারে অনুমোদন পাইয়ে দিতে এবং ইংরাজী ও কেমিষ্ট্রীতে অনার্স চালু করার ব্যবস্থা নিতে সিনেট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

মহকুমা শাসককে সামনে রেখে স্বজনপোষণ

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ওষুধপত্রের অভাব নিয়ে বহু বাদ-প্রতিবাদের পর গত ৫ আগষ্ট ওষুধপত্রের লোকাল পারচেজের টেণ্ডার নেওয়া ও খোলা হয়। এ্যাডভাইসারী কমিটির চেয়ারম্যান জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের সামনে টেণ্ডারগুলি খোলা হলেও সুকৌশলে ঐ হাসপাতালের ডিলিং ক্লার্ক মহঃ সানাউল্লার ভাই এবং অন্য দু'জন বিশেষ পরিচিত ওষুধের দোকানই লোকাল পারচেজের টেণ্ডার পান বলে জানা যায়। অন্যান্য ওষুধ বিক্রেতাদের অভিযোগ নিয়মানুযায়ী টেণ্ডার নেবার ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বোর্ডে নোটিশ টাঙ্গানো হয়নি। ফলে অনেকেই টেণ্ডার জমা দিতে পারেননি। প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মেডিসিন সাপ্লাই-এর ব্যাপারে কারচুপির অভিযোগ আনা হলে সুপার ডাঃ জৈন বলেন সরকারী টাকার এ্যালটমেণ্টের উপর প্রতি তিনমাস অন্তর ওষুধের অর্ডার দেওয়ার নিয়ম। সে কারণে মোট কত টাকার ওষুধ কেনা হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে কনটেনজেনসির মাল সাপ্লাই এর টেণ্ডারের মেয়াদ এক বছর পার হয়ে গেলেও টেণ্ডার নেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। অনেকে বলছেন—যেহেতু হেড ক্লার্ক জয়ন্ত সরকারের জামাই দীপক সরকার পূর্বেকার টেণ্ডারার, সেহেতু তাঁকে সুযোগ দেওয়ার স্বার্থে এই গড়িমসি। এ ব্যাপারে ডাঃ জৈনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন পরিষ্কার উত্তর দেননি। যথাযথ ওষুধ হাসপাতাল সরবরাহ করতে না পারায় স্থানীয় কিরণ সংঘ গত ২২ আগষ্ট ডাঃ জৈনকে ঘেরাও করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

চোরাচালানের বিরুদ্ধে বি জে পি ও সি পি এমের পাল্টা মিছিল

ধুলিয়ান : গত ২৮ আগষ্ট বি জে পির এক গণ মিছিল সামসেরগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে আসে ও বিক্ষোভ দেখায়। চোরাচালান, সি পি এমের প্রশাসনকে কব্জা করে রাখা প্রভৃতি সাত দফা অভিযোগের তদন্তের দাবীতে এই মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। বি জে পি নেতা ষষ্ঠী ঘোষের নেতৃত্বে মিছিল শহর পরিক্রমা করে বেলা ৫টা নাগাদ থানার সামনে আসে ও থানায় প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন নেতাদের ডাকে উপস্থিত জনতা পথের উপর বসে পড়েন। শ্রীঘোষ ঐ সময় ভাষণ দেন ও বলেন—শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত যাতে না হয় তারদিকে সকলে নজর রাখুন। তিনি আরও বলেন গত ১৫ জুলাই জয়কৃষ্ণপুরে সি পি এম ঘোষ সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। তাঁদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

চাল্লিশা উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো

জঙ্গিপুর : গত ১ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গায় কারবালা প্রাঙ্গণে চাল্লিশা উৎসব নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য গত মহরমের দিন চড়কা কারবালা মাজারে লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে এক দুঃখজনক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু ও বহু মানুষ জখম হন। খরিবোনা গ্রামে লুটপাট চলে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবার মিঠিপুর এবং চড়কা খড়িবোনা অঞ্চলে কারবালায় চাল্লিশা উৎসব বন্ধ রাখা হয়। আরও জানা যায় বড়শিমূলের কারবালায় চাল্লিশা উৎসব কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিস্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩৯৮ সাল

'এম পি' 'পি পি'

শিরোনামের প্রথম অংশকে 'ম্যাজিস্ট্রেট প্রসিকিউটর' এবং দ্বিতীয় অংশকে 'পুলিশ প্রোটেক্টর'—এর সংক্ষিপ্ত রূপ ধরিয়া আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা করা হইতেছে।

খবরে প্রকাশ, গত শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্তী বিনা টিকিটে বাসভ্রমণের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া হেয়ার স্ট্রীট থানায় ঘণ্টা দুই আটক থাকিয়া ছাড়া পান। ফলে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়া যায়। এই কাণ্ডের মূল কুশীলব নাকি সি এস টি সি-র চেয়ারম্যান ও হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসি। ইহারাই উল্লেখিত 'ম্যাজিস্ট্রেট প্রসিকিউটর'।

শত কথা শত মুখে। ১) বিনা টিকিটে বাসভ্রমণের জন্য পূর্ণেন্দুবাবুকে জরিমানা করা হয়। ২) তাহা দিতে তিনি অস্বীকৃত হন এবং তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ৩) তিনি না গেলে থানায় প্রেরিত হন। ৪) তাঁহার বিরুদ্ধে কেস লেখা হইলেও পরে তাহা প্রত্যাহৃত হয়। ৫) যেহেতু তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, তাই তাঁহাকে এই সব সুযোগ দেওয়া হয়। রাজ্য পরিবহণ মন্ত্রী, পুলিশ ও তাঁহার নিজ দপ্তর হইতে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে নাকি এই কথা বলেন। ইংরাজীতে 'আফটার থট' বলিয়া একটি কথা আছে। এ ক্ষেত্রে সেই রকম কিছু কিনা, কে জানে?

পৃষ্ঠা উলটাইলে জানা যায় যে, ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বলেন যে, ঘামে তাঁহার বাস টিকিট নষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পেশাগত পরিচয়ও দিয়াছিলেন। তথাপি তিনি অবমাননা এড়াইতে পারেন নাই। তিনি বিনা টিকিটে বাসভ্রমণ করেন কিনা, তাহা যাচাই করিতে পারিলে ভাল হইত। প্রসিকিউটরের প্রসিকিউশনের কাজ সমালোচনার বিষয় হইত না। সি এস টি সি-র চেয়ারম্যান ও হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসি কী করিয়া ভাবিতে পারিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট টিকিট বিষয়ে ঠিক কথা বলেন নাই এবং তিনি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদের অধিকারী হইয়াও নগণ্য বাস ভাড়া মারিয়া দিয়াছেন?

'পুলিশ প্রমিসেস পাবলিক পীস (পি, পি, পি, পি)—বচনটি এই রাজ্যে দিনের দিন যে বিনষ্ট হইতেছে, তাহা বোধ করি কাহারও অজানা নাই। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া অপবাদ আছে। তাই বিরাটি, বানতলা ইত্যাদি ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার কথা মনে না থাকিবার কথা। সেইজন্য গত সপ্তাহে পুলিশের পাশবিক রূপের অবতারণা এই শ্রেণীর জীব সম্বন্ধে সকলের মনে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। কাঁথি শহরে এক যুবতীকে থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং সেই সময় নাকি পথিপার্শ্বে তাঁহার শ্লীলতাহানি ঘটাইলেন তিন পুলিশসহ জনৈক এ এস আই। পীস মেকার পীস ব্রেকার হইলেন। জনসাধারণের বিক্ষোভ চলিল। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে দুইজনের প্রাণ গেল। বেশ কিছু আহত হইলেন। পুলিশের এই কাজের জন্য আগামীকাল মেদিনীপুর বন্ধ এর ডাক দেওয়া হইয়াছে। এ এস আইকে গ্রেপ্তার ও সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। কিন্তু 'এহ বাহ্য'।

ম্যাজিস্ট্রেটের হেনস্তায় নিম্ন আদালত সমূহের বিচারকমহল ও আইনজীবী সম্প্রদায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কাঁথিতে পুলিশের পাশবিকতায় জনরোষ ফাটিয়া পড়িয়াছে। কালের গতিতে উল্লেখিত এ এস আই-এর পশুত্ব দেবত্বের পর্যায়ে দাঁড়াইতে পারে। ইউনিয়ন তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে। তিনি পুনরায় স্বপদে ফিরিয়া আসিবেন, বোধ করি। পুলিশ-ত্রাণকর্তার করুণাধারার দাক্ষিণ্যে কৃতজ্ঞতার পরিচয় পুলিশ নানাভাবে দিয়া থাকে। সুতরাং পুলিশের কোন ত্রুটি, কোন বিচ্যুতিতে 'ত্রাণকর্তা' ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা করিতে পারেন। উৎস মুখ হইতে পুলিশকে এ পর্যন্ত নানাভাবে যত 'তোল্লা' দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিণামে ম্যাজিস্ট্রেট অপমানিত হউন, বা স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি ঘটুক—আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

বাইশে শ্রাবণ ও কপিরাইট প্রসঙ্গে

বাইশে শ্রাবণ ও রবীন্দ্রনাথের কপিরাইট প্রসঙ্গে সাধন দাসের নিবন্ধ ও এই বিষয়ে তমাল দাসের পত্র পড়লাম। সাধনবাবু 'রবীন্দ্রপ্রেমী' মানুষ। 'বিশ্ব ভারতীর নন্দন কাননের স্বর্ণসিংহাসনে' তিনি রবীন্দ্রনাথকে অধিষ্ঠিত রাখতে চান। 'রবীন্দ্রনাথের গানের জন্যই তিনি এ জগতে বেঁচে থাকার প্রেরণা পান'। সে জন্যই রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের কপিরাইটে তিনি বিশ্ব ভারতীর নিঃসত্বে অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছেন। অন্যথায় তাঁর মত 'রবীন্দ্রপ্রেমী'রা প্রাণে বড় ব্যথা পাবেন

আসল প্রশ্নটা কি? আমরা সকলেই চাই রবীন্দ্র সাহিত্য সুমুদ্রিত এবং সুলভ মূল্যে জনসাধারণের কাছে পৌঁছাক। বর্তমানে বিশ্বভারতী যেভাবে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের দাম বাড়াচ্ছেন তা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে আমি পুস্তক ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে একমাত্র 'সঞ্চয়িতা', 'গীতাঞ্জলি' ও 'স্বরবিতান' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বই খুব কম বিক্রি হয়। অঙ্গুলিমেয় গজদন্তমিনারবাসী 'রবীন্দ্রপ্রেমী'রা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা পেলেন কিনা সেটা বড় কথা নয়। রবীন্দ্র সাহিত্য এবং রবীন্দ্রচর্চা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাই আজকের রবীন্দ্রপ্রেমীদের আশু কর্তব্য।

গত ত্রিশ বছর থেকে আমি বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করছি। সেখানকার পুরানো আশ্রমিকদের ধ্যানধারণার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় আছে। বিশ্বভারতী থেকেও যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ স্খলিত হয়ে যাচ্ছেন এ খবর কি সাধনবাবুরা রাখেন?

রবীন্দ্র সাহিত্য বা রবীন্দ্র সঙ্গীতই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র অবদান নয়। সেই সাহিত্য বা সঙ্গীত অবশ্যই আমাদের স্থায়ী প্রেরণা ও উপভোগের বস্তু হয়ে থাকবে। কিন্তু এই নান্দনিক দিক ছাড়াও অন্য এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ, গঠনকর্মী রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র কাব্য, নাটক বা রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে আমরা যত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বা চিঠিপত্রের গভীরে কি সেভাবে প্রবেশ করি? রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা, চিন্তা, তাঁর গ্রাম সংগঠন এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি সুসংগঠিত করা সম্পর্কে তাঁর আজীবন প্রয়াস সম্পর্কে জনসাধারণ কতটা অবহিত আছেন? গান্ধীজীরও আগে রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম এদেশে হাতে কলমে গ্রাম সংগঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন সে খবর কতজন রাখেন? শুধু ২৫শে বৈশাখ বা বাইশে শ্রাবণে রবীন্দ্রপ্রেমী সেজে সভা-সমিতিতে গলাকাঁপানো ভাষণ দিয়ে বা নিজস্ব গৃহকোণে আত্মরতিতে মগ্ন থাকলে চলবে না। শিক্ষা বিস্তারে ও দেশগঠনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও সাধনাকে কার্যকর করার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের দানকে গ্রহণ করার জন্য এই অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দেশের মানুষকে যোগ্য করে তুলতে হবে। জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় 'রবীন্দ্রপ্রেমী'র নয়, তাঁর সাধ ছিল—'আমি তোমাদেরই লোক আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়'।

বরুণ রায়, রঘুনাথগঞ্জ

আকাশবাণী কোলকাতা

সাধন দাস

[গত ২৬শে আগস্ট আকাশবাণী কোলকাতার ৬৪ বছর পূর্ণ হল। আকাশবাণী কোলকাতার ৬৪তম জন্মবর্ষে নিবেদিত হল এই রচনাটি।

—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

'আকাশবাণী কোলকাতা'—মন্ত্রের মতো একটি উচ্চারণ। যেন ঘন মেঘের আড়াল হতে ইথার বেয়ে ভেসে আসা দৈববাণী। নিদাঘতপ্ত বৈশাখী দুপুরে, বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতে, শিউলি-ঝরানো শরতের সকালে, হেমন্তের হিমেল সন্ধ্যায় বিরাম বিহীন তার বাণী। ছোট একটা বাক্স : রূপকথার পক্ষীরাজে চড়ে জল জঙ্গল পেরিয়ে মোহময়ী শব্দের তরঙ্গরা ভেসে এসে নিরন্তর বন্দী হচ্ছে, গ্রাম থেকে শহরে, বস্তি থেকে কলোনীতে, ধনীর সুসজ্জিত ড্রইংরুম থেকে দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরে।

'আকাশবাণী কোলকাতা'—যেন সময়ের নিঃশ্বাস, অসীমকালের হৃৎস্পন্দন! শতসহস্র যোজন দূরের মরমী সুর, গভীর রাতে সেতারের মূর্চ্ছনা, নাটকের আবেগাপ্লুত সংলাপ, এমন কি নিঃশ্বাসের সংক্ষিপ্ত শব্দটুকুও ঘরের বিছানায়, বালিশে, জানলার পর্দায় যেন মাখামাখি। দূরের বাণীকে এমন করে বুকের মধ্যে ফেনিয়ে তুলতে পারে আর কে!

'আকাশবাণী কোলকাতা'—একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, নিত্য আনন্দ ও উৎসবের পীঠস্থান। খরা নেই, বর্ষা নেই, ভূমিকম্প নেই, হরতাল নেই, নেই রবিবার-ঈদ-বড়দিন-দুর্গাপূজা, অসুখ নেই, শোক নেই-দুঃখ নেই, প্রতিদিন সূর্য ওঠার মতো ঘড়ির মাপে আকাশবাণী জাগবে এবং জাগাবে শানাই-এর মাঙ্গলিকী দিয়ে, তারপর একে একে শব্দের পসরা সাজিয়ে বসবে—সকাল থেকে দুপুর—দুপুর থেকে রাত্রি।

ইউরিপিদিসের নাটক থেকে ভুসো কালি তৈরীর কলাকৌশল, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে ঝুমুর-ভাওয়াইয়া-ভাদু-টুসু, চন্দ্রাভিযানের খবর থেকে গোবিন্দপুরে অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞের খবর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ থেকে হরিদাস পালের মুখের কথা, ইডেন-উদ্যান থেকে গৃহিণীর রান্নাঘর—কী নেই ছোট্ট ওইটুকু যাদুবাক্সে?

আকাশবাণী যেন বদ্ধ ঘরের এক ফুট খোলা জানালা—যেখান দিয়ে অসীম আকাশ আর বিশাল পৃথিবীর বিচিত্র আলো এসে ঘর ভরিয়ে দেয়। তাই রোগশয্যার বালিশের পাশে অপরিহার্য একটি রেডিও, ঝরো ঝরো বাদলের রাতে বিরহী প্রেমিকের একমাত্র সম্বল রেডিও, রেডিও চাই রান্নাঘরে গৃহিণীর, পড়ার ঘরে আড়ি পেতে শোনার জন্য পড়ুয়ার, চাই কৃষকের' মজুরের—

সব আছে, তবু আছে অভিযোগ। হাজারো প্রশংসার পাশাপাশি। থাকবেই। যে আমাদের অনেক দেয়, অনেক ভালোবাসে, অভিমান করার অধিকার থাকে তারই উপর। তাই রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্তরা চান আরো রবীন্দ্রসঙ্গীত, বয়স্করা চান আরো কীর্তন, নাট্যামোদীরা চান আরো নাটক। কেউ চান প্রচার সময় বদলাতে, কেউ বা চান সময়সীমা বদল হোক। কেউ চান কীর্তনের বদলে বাউল, কেউ বাউলের বদলে অতুলপ্রসাদী, কেউ কথিকার বদলে চান রূপক, কেউ রূপকের বদলে যাত্রা। কোনো আধুনিক কম্পিউটারও বোধহয় পারবে না সকল শ্রোতার চাহিদার সঙ্গে অনুষ্ঠানসূচীর ভারসাম্য রাখতে।

তবু আকাশবাণী চেষ্টা করে। সকল শ্রেণীর সকল বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে নিরুস্ত হয়েছে এর অনুষ্ঠান। নইলে ধনীর অন্দরমহলে দামী টিভি সেটের পাশে আজও শোভা পেত না রেডিও, কৃষকের ভাঙ্গা কুঁড়ের মধ্যে আজও তারস্বরে বেজে উঠতো না পল্লীগীতি, অফিসের রান্নার ফাঁকেও গৃহিণী রেডিওর কাছে ছুটে আসত না 'গানে গানে' শোনার জন্য, কিশোর-কিশোরীরা কান পাততো না শিশুমহল বা গল্পদাদুর আসরে।

মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উদাত্ত কণ্ঠস্বর না শুনলে বাঙালীর ঘরে আজও পূজো আসে না। "আমার নিশীথরাতের বাদলধারা" না বাজলে আজও বাঙালীর মনে বর্ষা আসে না। আর সূর্যোদয়ের মুহূর্তে 'সঙ্গীতাঞ্জলি' না শুনলে তেমন করে সকালই হয় না।

দোষত্রুটি যতই থাক—আকাশবাণী আজ ৬৪ বছর ধরে মিশে আছে বাঙালীর রক্তে, চিন্তায়, চেতনায়।

আকাশবাণীবিহীন একটি দিন বড়ো শূন্য—মরুভূমির মতো শূন্য!!

বোমার আঘাতে একজনের মৃত্যু

সাগরদীঘি : গত ৩০ আগষ্ট দিনেরবেলায় এই থানার চামুণ্ডা গ্রামে মুশা সেখ (৩৮) বোমার ঘায়ে মারা যান। খবর শ্বশুর মারা যাবার পর তাঁর সম্পত্তি নিয়ে মুশার সঙ্গে তাঁর শালাদের মন কষাকষি চলছিল। ঘটনার আগের দিন জল তোলা পাম্প মেসিনকে কেন্দ্র করে মুশার সঙ্গে শালাদের বচসা বাধে। ঘটনার দিন দুপুরে মুশা মাংস নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে শ্বশুর বাড়ীর কাছে বোমার ঘায়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। মুশার স্ত্রী এই ঘটনায় তাঁর দু ভাই তামিজুদ্দিন ও নৈমুদ্দিনকে সন্দেহ করেন। এঁরা দু'জনেই বর্তমানে পলাতক।

টিভিসহ প্রায় ৫০ হাজার টাকার জিনিস চুরি

সাগরদীঘি : গত ২৪ আগষ্ট রাতে স্থানীয় ব্লকের কর্মী জনৈক অপূর্ব রায়ের কোয়ার্টার থেকে একখানি প্রোটেবল টিভি, প্রায় ৩০/৪০ হাজার টাকার কিষাণ বিকাশ পত্র এবং ২০/২৫ খানা দামী শাড়ী, সুটপ্যান্ট ও অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি যায় বলে খবর। ২৫ আগষ্ট থানায় ডাইরী করা হয়েছে। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ চুরি বা চোর ধরার কোন চেষ্টা অদ্যাবধি করেননি বলে অভিযোগ।

বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা ৮১ কিমি ও ১৯ কিমির (মহিলা ও পুরুষ) দিন স্থির ছিল ৮ই সেপ্টেম্বর '৯১। গত ২৩ আগষ্ট মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এক ঘোষণায় জানান ঐ দিন পরিবর্তন করে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর '৯১ স্থির করা হয়েছে।

রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ আগষ্ট রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলন উপলক্ষ্যে মহকুমা হাসপাতালে মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিবন্ধী প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হন। জমায়েত থেকে জেলা সম্পাদক আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে ৭ জন প্রতিনিধি ৭ দফা দাবী সম্বলিত এক দাবীপত্র নিয়ে মহকুমা হাসপাতালের সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেন ও দাবীপত্র পেশ করেন। সভায় জেলা সম্পাদক বিভিন্ন প্রতিবন্ধী সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কিশোরী ধর্ষিতা

ফরাক্কা : গত ২২ আগষ্ট সন্ধ্যায় ফরাক্কা থানার তিলডাঙ্গা গ্রামের জনৈকা কিশোরী আলেতুন খাতুন (১৫) পাশের বাড়ীর বিবাহিত জনৈক যুবক রেজাবুলের দ্বারা ধর্ষিত হয়। এই ঘটনাকে নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। পরে ২৫ আগষ্ট পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। জানা যায় রেজাবুল সম্বন্ধে এ ধরনের ঘটনা আরও শোনা যায়। বর্তমানে সে ফেরার।

সাংবাদিক সংঘের অফিসে পুরপতি সাংবাদিকদের সব কথা জানালেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৬ আগষ্ট ধুলিয়ান পৌরসভার পুরপতি তরুণ সেন, কংগ্রেস কমিশনার সফর আলি, বি জে পি কমিশনার প্রকাশ সিং বহরমপুরে সাংবাদিক সংঘের অফিস ঘরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন এবং ধুলিয়ান পুরসভার প্রতি সরকারী বিসদৃশ আচরণের অভিযোগ তোলেন। পুরপতি জানান বামফ্রন্ট সরকার ধুলিয়ান পৌরসভাকে ভাতে মারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯০ এর ৫ জুলাই তিনি বর্তমান বোর্ড (শেষ পৃষ্ঠায়)

সামনে রেখে স্বজনপোষণ

(১ম পাতার পর)

সুপার ডাঃ জৈন স্বীকার করেন কর্মীদের নানা স্বার্থপূর্ণ কাজের জন্য হাসপাতালের এই হাল। তিনি আশ্বাস দেন এ ব্যাপারে সক্রিয় হবেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় সম্প্রতি হেড ক্লার্ক জয়ন্ত সরকারের হাত থেকে ফাইন্যান্সের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

পাল্টা মিছিল

(১ম পাতার পর)

ধান পাট জোর করে কেটে নিয়েছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে সি পি এম ক্যাডারদের মদত দিয়েছে, প্রতিকার তো দূরের কথা। আরেক নেতা অশোক দাস অভিযোগ করেন সি পি এম বিভিন্ন গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছে। সফিরুদ্দিন বিশ্বাস নামে আর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এই সভায় পুলিশের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। পরে নেতৃস্থানীয় ৭ জন থানায় প্রবেশ করে ওসির সঙ্গে আলোচনা করেন ও স্মারকলিপি পেশ করেন। ওসি তাঁদের দাবীগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে ৩০ জুলাই সি পি এম দল চোরাচালান বন্ধে বি এস এফ ও কাষ্টমসকে সক্রিয় হবার দাবী জানান। গত ১৩ আগষ্ট তাঁদের এক পথ সভায় স্থানীয় সি পি এম নেতা চিত্ত সরকার জোর দিয়ে বলেন চোরাচালান বন্ধে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

সব কথা জানালেন

(৩য় পাতার পর)

গঠন করেছেন এবং রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়ে তাঁদের দাবী ছিল প্রায় এগার লক্ষ টাকার মত। কিন্তু পঃ বঃ সরকার মাত্র দু লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা এই বোর্ডকে অদ্যবধি দিয়েছেন। বহরমপুর ও জঙ্গিপুর পৌরসভার ফেরীঘাটগুলি পুরসভা ডাক করেন ও সেই টাকা ঐ সভা আদায় করেন। অথচ ধুলিয়ান ফেরীঘাটের ডাক মালদহের কালেক্টরী থেকে হয় ও সরকারে জমা পড়ে। তার কোন অংশই পুরসভাকে দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে জনমত গঠন করতে ধুলিয়ানে সভা মিছিল মিটিং চলছে। সরকারী স্তরে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো সমাধানের আলো দেখা যাচ্ছে না। পূর্বতন পুরপতি ও উপ-পুরপতিও নিজের খুশীমত অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ এনে পুরপতি তরুণ সেন বলেন—পূর্বতন পুরপতি সত্যদেব গুপ্ত নির্বাচনে হেরে যাবার পর ও গত ২৩ জুন '৯০ টেণ্ডার ডাকেন প্রায় দু'লক্ষ আশি হাজার টাকার এবং একজন ঠিকাদারকে ঐ কাজ দেন। তিনি ওয়ার্ক অর্ডার দেন ২৯ জুন '৯০। অথচ ৩ জুলাই '৯০ নতুন বোর্ড গঠন হয়। এটা চরম বেআইনী বলে শ্রীসেন মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন প্রাক্তন উপ-পুরপতি গত ১৭ মে '৯০—৮৬৪ টাকার ভূয়া বিল করে নিজেই পাশ করে নেন।

অবস্থান বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯ আগষ্ট অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেন ফেডারেশনের ডাকে বহরমপুর পৌরসভার অচলাবস্থার অবসান সহ তিন দফা দাবীতে আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য পৌরসভারগুলির সঙ্গে জঙ্গিপুর পৌরসভাতেও শ্রমিক কর্মচারীরা অবস্থান বিক্ষোভ মিছিল করেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শৈলেন মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিজ্ঞপ্তি

ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য (পদটি তফশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত) যোগ্য আর্টস গ্র্যাজুয়েটগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে (Trd. Pfd.)। আবেদনপত্র মার্কসশীট সার্টিফিকেটসমূহের দুই প্রস্থ প্রত্যায়িত নকলসহ প্রকাশের ১৫ দিনের (পনের) মধ্যে সম্পাদক, বহুতালি উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ বহুতালী, জেলা মুর্শিদাবাদ-এর নিকট পৌঁছান চাই।

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শুভ উদ্বোধন

VIMAL®

A RELIANCE PRODUCT

শুভ উদ্বোধন

বিমল এর সুটিং-সার্টিংস ও শাড়ীর অনুমোদিত শাখার শুভ উদ্বোধন আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ বুধবার আমার জঙ্গিপুর সাহেববাজারস্থিত কাপড়ের দোকান 'জৈন বস্ত্র ভাণ্ডার' এ। এই অনুষ্ঠানে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। বিমল এর যাবতীয় কাপড়ে ১০% পূজা স্পেশাল রিবেট। অন্যান্য যে কোন মিলের কাপড়ের খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র।

বিনীত—

জৈন বস্ত্র ভাণ্ডার

জঙ্গিপুর সাহেববাজার

ফোন : জঙ্গিপুর ২৫

সবারে জানাই সবিনয় আহ্বান—

MAYUR®

Suitings • Shirtings

মাননীয় পৃষ্ঠপোষকগণ

আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৯১ (শুভ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন) বাজারপাড়াস্থিত আমার কাপড়ের দোকানে আপনাদের চির পছন্দের "ময়ূর মিলস্" (স্যুটিংস্ সার্টিংস্) অনুমোদিত শাখা বিপণন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনার উষ্ণ সান্নিধ্য কামনা ও বরাবরের পরিশীলিত পরিষেবার অঙ্গীকার করি।

বিনীত—

মহিমারঞ্জন বড়াল

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

ফোন : আর জি জি ৭৫

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে

অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।